মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান এবং ভোটকেন্দ্র পাহারার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্র পাহারা দেবেন।

রোববার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মাসুদ অরুন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন ও পিঠা উৎসব

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন, পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার সকালে সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ, কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান এবং সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুল্লাহ আল আমিন।

কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ বলেন, ‘প্রবর্তনায় লেখার মাধ্যমে আজ এক আতুর ঘরে জন্ম হলো এক কবির। তিনি হয়তো নিজেই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন না আমাকে দিয়ে আবার হবে কি না। তবু হবে। আমি চাই সেই স্বপ্নটুকু তাদের ভেতরে বুনে দিতে এই বিশ্বাস যে, হবে। ‘প্রবর্তনা’ সেই আত্মবিশ্বাসটাই যেন তাদের মনে রচনা করে।’

কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান বলেন, ‘যারা পড়াশোনার সঙ্গে থাকে, গবেষণার সঙ্গে থাকে, আর লেখার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখে, তারা আনন্দে থাকার চেষ্টা করে এবং আনন্দ খুঁজে পায়। আনন্দ ও দুঃখ আসলে এক বিশেষ অনুভূতির স্তর, সেই স্তরে পৌঁছাতে না পারলে না আনন্দ স্পষ্ট হয়, না দুঃখের গভীরতা ধরা দেয়। এই পথচলারই এক অনুপ্রেরণার নাম ‘প্রবর্তনা’। প্রবর্তনার মত সৃষ্টিশীল কাজগুলো শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগৎ খুলে দেয়, লেখার সাহস জোগায়, আর অনুসন্ধিৎসু মনকে গবেষণার দিকে এগিয়ে নেয়।’

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘প্রবর্তনা’ উপলব্ধির পথ দেখায়। এটি শিক্ষার্থীদের ভাবনা, স্বপ্ন আর সৃজনশীলতাকে প্রকাশের সাহস দেয় এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগায়।’

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও ‘প্রবর্তনা’র আহ্বায়ক কাজী আশরাফুল হক। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক একরামুল হাসান লোটাস, ‘প্রবর্তনা’র সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক রূপালী বিশ্বাস, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা শেষে মেহেরপুর সরকারি মহিলা করেজের প্রকাশিত বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন করা হয় । পরে অতিথিবৃন্দ পিঠা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। পিঠা উৎসবে ১০টি স্টলে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা প্রদর্শিত হয়। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

উল্লেখ্য, ‘প্রবর্তনা’য় মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল লেখা স্থান পেয়েছে।

মেহেরপুরের ৩নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর-১ আসনের আজ রবিবার সকালে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষে ভোট চেয়ে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে নাসির উদ্দীন, সাইদ হাসান জনি, মৃদুলসহ ৩নং ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সূর্যমুখী দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড়

প্রতিবছরের মতো এবারও সূর্যমুখীর হলুদ ফুলে ভরে উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি (বিএডিসি) ডাল ও তৈলভিত্তিক বীজ উৎপাদন খামার। সূর্য যেদিকে হেলে পড়ে, সূর্যমুখীর ফুলগুলোও ঠিক সেদিকেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় প্রকৃতির এই অনন্য দৃশ্য যেন তৈরি করেছে এক অপূর্ব হলুদের রাজ্য।

সবুজ মাঠের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য সূর্যমুখী ফুল মন কেড়ে নিচ্ছে দর্শনার্থীদের। এর সঙ্গে রাস্তার দুই পাশের সারি সারি নারিকেল গাছ পুরো পরিবেশকে করেছে আরও মোহনীয়। প্রজাপতির আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন দল বেঁধে আসছেন প্রকৃতিপ্রেমী ও ভ্রমণপিপাসু মানুষ। কেউ আসছেন শুধু চোখ জুড়াতে, কেউ আবার ক্যামেরাবন্দী করতে এই সৌন্দর্য।

এই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে প্রতিদিন শত শত মানুষ ভিড় করছেন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশে অবস্থিত আমঝুপি ডাল ও তৈলভিত্তিক বীজ উৎপাদন খামারে। পাশ্ববর্তী জেলাগুলো থেকেও মাইক্রোবাস, কার ও মোটরসাইকেলে করে ছুটে আসছেন দর্শনার্থীরা।

জানা গেছে, দেশে বীজ ও ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং স্থানীয় কৃষকদের সূর্যমুখী চাষে উৎসাহিত করতে খামার কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরই সূর্যমুখী চাষ করে থাকে। চলতি মৌসুমে বিগত বছরের মতো এবারও সাড়ে ১৬ বিঘা জমিতে বারি সূর্যমুখী-৩ জাতের চাষ করা হয়েছে।

ফুলে ভরা এই মাঠ এখন যেন বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ সেলফি তুলছেন, কেউ পরিবার-পরিজন নিয়ে ছবি তুলছেন। ফুল যেন কেউ নষ্ট না করে, সে জন্য খামার কর্তৃপক্ষকে আলাদা লোকবলও নিয়োগ করতে হয়েছে।

ছবি তুলতে আসা এক কলেজছাত্রী সোহাগ বলেন, এত বড় সূর্যমুখীর মাঠ একসঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ক্যামেরায় ধরে রাখতে বান্ধবীদের নিয়ে এসেছি।

আমঝুপি গ্রামের এক জিহাদ জানান, নিজের এলাকাতেই এত সুন্দর দৃশ্য, না দেখে থাকা যায় না। তাই পরিবার নিয়ে চলে এসেছি।

শহর ও গ্রাম থেকে ঘুরতে আসা কয়েকজন গৃহবধূ জানান, কয়েক বছর ধরেই সূর্যমুখীর মৌসুম এলেই এখানে ছবি তুলতে আসি। এখানে এলে মনটা ভরে যায়, সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

ফুলে-ফুলে ভরপুর জেলার একমাত্র এই বীজ উৎপাদন খামার এখন শুধু কৃষি কার্যক্রমেই নয়, বরং প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের জন্য একটি আনন্দঘন ভ্রমণস্থলে পরিণত হয়েছে।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা চান মেহেরপুরের ভোটাররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৪ দিন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটারদের মাঝে উৎসব-উদ্দীপনা বাড়ছে; একই সঙ্গে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। অপরদিকে, শেষ সময়ের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা।

প্রার্থীদের কাছে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যাশা—তাঁরা যেন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর

অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন, ‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন। এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন, জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী মিছিল

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে গণসংযোগ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহির নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। পাশাপাশি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনকে বিজয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, সাইদ রফিক, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ রাব্বিসহ পৌর ও জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

১০ তারিখ সকাল থেকে নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ, বিজ্ঞপ্তি জারি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরের নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সকল ধরনের নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর-১ ও ৭৪ মেহেরপুর-২ এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৮ অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৭৮ (১) অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন এবং ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় যেকোনো ধরনের প্রচারণা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এই আইনানুগ বিধান অনুসারে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উক্ত এলাকায় সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ

করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ফুড ক্যান্টিনের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে ফুড ক্যান্টিনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যান্টিনটির উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ এনডিসি (মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক)।

উদ্বোধন শেষে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক খাতুনে জান্নাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ এনডিসি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আগে নারী-পুরুষ কারোই ভোটাধিকার ছিল না। তখন ছিল রাজার আইন রাজা যা বলতেন, সেটাই কার্যকর হতো, জনগণের ইচ্ছার কোনো প্রতিফলন ঘটত না। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব শাহনাজ বেগম নীনা এবং উপ-পরিচালক (যুগ্ম সচিব) এস এম নাজিবুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রধান অতিথি জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সেলস সেন্টার পরিদর্শন করেন।

গাংনীতে বিএনপির কার্যালয়ের পাশ থেকে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ের পাশ থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার সকালে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে সংরক্ষন করে।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের জগত আলীর চায়ের দোকানে বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয় করা হয়। সেখান থেকেই নির্বাচনী প্রচার প্রচার প্রচারনা চালানো হচ্ছিল। আজ শনিবার সকালে সেখানে লালটেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তুু পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তুুটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কে বা কাহারা বোমা সাদৃশ্য বস্তুু রেখে এলাকায় আতংঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে এক জমকালো র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বাদ আসর কোর্ট মোড় এলাকা থেকে শুরু হওয়া বর্ণাঢ্য র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। র্যালিতে শিবিরের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক সাধারণ ছাত্র ও যুবক অংশগ্রহণ করেন, যা পুরো এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সংগঠনের আদর্শিক লড়াই-সংগ্রাম এবং দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার তুলে ধরেন। তারা বলেন, বিগত সময়ের নির্যাতন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও শিবিরের নেতাকর্মীরা অটুট দৃঢ়তা ও ত্যাগের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তুলেছে। বক্তারা দেশের যুবসমাজকে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশগঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

র্যালি ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দীন খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম, সেক্রেটারি সাইদুর ইসলাম, সাবেক সভাপতি সোহেল রানা ডলার, ইকবাল হুসাইন, শাকিল হোসেন সাব্বির, আবু সাঈদ সম্রাট, মেহেদী হাসান, সাখাওয়াত হোসেন, শহর সভাপতি আবু রায়হান, সেক্রেটারি হাসানুজ্জামান, গাংনী শিবির সভাপতি শিহাব ইসলাম, সেক্রেটারি আল জাবির মুজিব সভাপতি শিশির ইমরান, সেক্রেটারি রাসেল মাহমুদ, সদর পূর্ব সভাপতি আলমগীর হোসেন, সদর পশ্চিম সভাপতি হাবিবুর রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রশিবির সভাপতি কামরুল ইসলাম নাহিদসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা শিবিরের নেতৃত্ব তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও জনপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। নেতারা জানান, আগামী দিনগুলোতে আরও ব্যাপক

কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।